সিডনিতেও পৌঁছে গেছে মুসলিম মুজাহিদদের হাত

আওয়াব আল-হাসানি

AL HIKMAH MEDIA
SHAHED

সিডনিতেও পৌঁছে গেছে মুসলিম মুজাহিদদের হাত

মূল

আওয়াব আল-হাসানি

অনুবাদ

আল-হিকমাহ অনুবাদ টিম

সিডনিতেও পৌঁছে গেছে মুসলিম মুজাহিদদের হাত

- **মূল :** আওয়াব আল-হাসানি
- **অনুবাদ :** আল-হিকমাহ অনুবাদ টিম
- **প্রথম প্রকাশ**
  রজব, ১৪৪৭ হিজরী, ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

- **স্বত্ব** : সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত

- **প্রকাশক : আল-হিকমাহ মিডিয়া (**আল-কায়েদা উপমহাদেশ, বাংলাদেশ হালাকা)
- **চ্যানেল লিংক:**
  https://talk.gnews.to/channel/al-hikmah-media
  https://chirpwire.net/alhikmahmedia

নোট: মূল প্রকাশনাটি ‘আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা (AQAP)’ এর অফিসিয়াল মিডিয়া আউটলেট ‘শাহেদ’ (আল-মালাহিম মিডিয়ার একটি সার্ভিস) কর্তৃক ১৪৪৭ হিজরীর রজব মাসে প্রকাশিত হয়।

সম্মানিত ভাই আওয়াব আল-হাসানি কর্তৃক লিখিত ‘ইয়াদুল মুজাহিদিনাল মুসলিমিনা তাসিলু ইলা সিদনি’ (يد المجاهدين المسلمين تصل الى سيدني) নামক প্রকাশনাটির বাংলা অনুবাদ এখন প্রকাশিত হচ্ছে।

স্বত্ব

এই বইয়ের স্বত্ব সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত। পুরো বই, কিংবা কিছু অংশ অনলাইনে (পিডিএফ, ডক অথবা ই-পাবসহ যেকোনো উপায়ে) এবং অফলাইনে (প্রিন্ট অথবা ফটোকপি ইত্যাদি যেকোনো উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষণ করা অথবা বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে। আমাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে শর্ত হলো, কোনো অবস্থাতেই বইয়ে কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না।

- **কর্তৃপক্ষ**

সিডনিতেও পৌঁছে গেছে মুসলিম মুজাহিদদের হাত

ইহুদীবাদী শত্রুরা দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের মারণাস্ত্র আর ধ্বংসযজ্ঞের সরঞ্জাম নিয়ে দম্ভ করে এসেছে, আর সদম্ভে ঘোষণা দিয়েছে—'আমাদের হাত বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত।' কিন্তু আজ পৃথিবীর অপর প্রান্তে, সুদূর অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী সিডনিতে ইহুদী সম্প্রদায়ের বড় এক জমায়েতে মুসলিমদের প্রতিশোধের আগুন পৌঁছে গেছে। দুইজন ঈমানদীপ্ত মুসলিম বীর সেখানে এমন এক বীরত্বগাথা রচনা করেছেন, যার ফলে উৎসব পালনরত—এবং তাও আবার উলঙ্গ অবস্থায়—বহু ইহুদী হতাহত হয়েছে। এই অভিযানের মাধ্যমে তাঁরা বিশ্ববাসীকে এই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছেন যে, ফিলিস্তিনে এবং পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা মুসলিমদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। যে শত্রু মুসলিমদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলে, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে তাদের রক্তও ঠিক একইভাবে ঝরানো হবে। আমাদের এবং জায়নবাদীদের মধ্যকার এই লড়াই কেবল অধিকৃত ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পৃথিবীর যেখানেই এই অভিশপ্ত জাতি (দুনিয়া ও আখিরাতে লানতপ্রাপ্ত) অবস্থান করবে, সেখানেই আমাদের যুদ্ধ চলবে। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ

অর্থ: "আর তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাও, হত্যা করো।" (সূরা আল-বাকারা ০২:১৯১)

তাঁদের এই অভিযানের পয়গাম হলো—গোয়েন্দা তথ্য, নিরাপত্তাজনিত সতর্কতা, কিংবা হত্যা ও গুপ্তহত্যার মতো কোনো পদক্ষেপই মুসলিমদের জবরদস্ত আক্রমণ এবং মুজাহিদদের পথরোধ করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই জিহাদ অব্যাহত থাকবে, কেউ তা থামাতে পারবে না।

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

অর্থ: "তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করা ছাড়া অন্য কিছুতে সম্মত নন; যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আত-তাওবা ০৯:৩২)

هَلْ أَتَى صُهْيُونَ أَنَا أُمَّةٌ ... دُونَهَا الجَوْزَاء فِي العَلْيا صباح

“জায়নিস্টদের কানে কি পৌঁছেছে এই বার্তা—আমরা সেই জাতি, নক্ষত্ররাজির ঊর্ধ্বে যাদের সমুজ্জ্বল বসতি?

قَدْ وَرِثْنَا المَجْدَ مَجاجَ الثرى ... وحلا مِنْ دُونِهِ مُرُّ الكفاح

রক্তস্নাত মাটির বুকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি গৌরব, সংগ্রামের তিক্ততা শেষে আজ আস্বাদন করি বিজয়ের সৌরভ।

ولنا في كُلِّ نادٍ مِنْبَرٌ ... وَلَهُمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ نُباح

প্রতিটি আসরে আমাদের জন্য রয়েছে সত্যের মিম্বার, আর আঁধার রাতে তাদের তরে শুধুই কুকুরের চিৎকার।

ليلنا والخيل إن طافَا بِهِمْ ... فالنواصي الفَجْرُ والقُدْسُ انشراح

আমাদের অশ্বরাজি যখন তাদের ঘিরে ধরে রাতের আঁধারে, কপাল জুড়ে ফোটে ভোরের আলো, কুদস হাসে বিজয়ের বারে।

قَدْ خَطَبْنَا المَوْتَ وُدّاً فَاحْتَفَى ... واحْتَفَيْنا بالهُدَى والنَّصْرُ لاح

আমরা মৃত্যুকে ভালোবেসেছি, মৃত্যুও করেছে বরণ সাদরে, হেদায়াত বুকে জড়িয়েছি মোরা, বিজয় এসেছে দ্বারে।”

এই বার্তাগুলো যেমন শত্রুর প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি তা সামগ্রিক মুসলিম উম্মাহ এবং বিশেষ করে ফিলিস্তিনের সত্যনিষ্ঠ মুজাহিদদের প্রতিও নিবেদিত। এই ধরনের অপারেশনগুলো হলো ‘ইসলামী প্রতিরোধ ও ভীতি সঞ্চার’-এর সেই মোক্ষম হাতিয়ার, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাদের উৎসাহিত করেছেন:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

অর্থ: “আর তোমরা তাদের (মোকাবিলার) জন্য সাধ্যমতো শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো, যা দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে।” (সূরা আল-আনফাল ০৮:৬০)

গোটা বিশ্ব আজ স্বচক্ষে দেখেছে, দুই বীর মুজাহিদের দুটি রাইফেল ইহুদীদের নতজানু করতে এবং তাদের হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টি করতে হাজারো বিবৃতি, বিক্ষোভ-মিছিল, নিন্দা প্রস্তাব ও স্লোগানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। গাজায় আমাদের ভাই-বোনদের যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তা বন্ধ করতে এবং ফিলিস্তিনের প্রতিটি জনপদে আমাদের স্বজনরা যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, তা রুখে দিতে আল্লাহর ইচ্ছায় এই পথই কার্যকর। তাদের এই

বুলেটগুলো তথাকথিত ‘জামিনদার’ আমেরিকার সহানুভূতির ভিক্ষা চাওয়া, আরব ‘মধ্যস্থতাকারীদের’ করুণা কিংবা ‘ফাতাহ’-এর ভাইদের ভালোবাসার চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

ফিলিস্তিনের মজলুম ভাই-বোন আর নিজেদের দ্বীনের সাহায্যার্থে এই দুই বীর তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তাঁরা অক্ষমতার অজুহাত দেখাননি, কাপুরুষের মতো পিছু হটেননি। তাঁদের অন্তরে ভয় কিংবা হতাশা বিন্দুমাত্র বাসা বাঁধতে পারেনি। বরং সাধ্যের মধ্যে যা কিছু অস্ত্র পাওয়া সম্ভব ছিল, তা-ই সংগ্রহ করেছেন, উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছেন এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় বেরিয়ে পড়েছেন।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা আল্লাহর পথে লড়াই করে; অতঃপর তারা মারে এবং মরে। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক নিষ্ঠাবান আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর এটিই হলো মহাসাফল্য।”
(সূরা আত-তাওবা ০৯:১১১)

অতএব, এই দুই বীর এবং যারা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তাঁদের জন্য রইল মোবারকবাদ।

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থ: “পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?” (সূরা আল-আনআম ০৬:৩২)

ইহুদীবাদী অপরাধীদের ওপর এমন জবরদস্ত আঘাত হানার ঘটনায় মুসলিমরা যারপরনাই আনন্দিত হয়েছে। হামলাকারীরা কোন দলের কিংবা কোন জামাতের—সেটি এখানে মুখ্য বিষয় নয়। তাঁরা কোনো জিহাদি তানজীমের (সংগঠনের) সদস্য হোন কিংবা 'একাকী মুজাহিদ' (Lone Wolf) হিসেবে এই অপারেশন পরিচালনা করুন—তাঁরা লক্ষ্যবস্তু নির্বাচনে এবং অপারেশনের বাস্তবায়নে অসামান্য মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বীনের বিজয়ের জন্য যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ, তাঁদের লক্ষ্য এমনই হওয়া উচিত। যতদিন না যুদ্ধের ময়দান শান্ত হয়, ততদিন 'জায়নবাদী-ক্রুসেডার' জোটের ওপর এভাবেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে।

সিডনিতেও পৌঁছে গেছে মুসলিম মুজাহিদদের হাত | ৮

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইহুদীবাদী পৈশাচিকতার যে চিত্র মুসলিম জাতি—চাই সে বৃদ্ধ হোক বা শিশু—তাদের স্মৃতিতে গেঁথে আছে, তা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে এমন আরও অনেক অপারেশনের অনুপ্রেরণা যোগাবে। আর এর জন্য প্রধান দায়ী হলো খোদ জায়নবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা, যারা ফিলিস্তিনে আমাদের ভাই-বোনদের ওপর বর্বরতা চালিয়ে সারা বিশ্বের ইহুদীদের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। আজ বিশ্বজুড়ে ইহুদীদের অবস্থা এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে, তারা আর নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মীয় আচার পালন করতে পারবে না, উৎসব করতে পারবে না, সমাবেশে আনন্দ করতে পারবে না, এমনকি নিজেদের মহল্লাতেও তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না; বরং সর্বদা তাদের তাড়া করে ফিরবে মুসলিম ফিদায়ীদের অতর্কিত হামলার ভয়, আতঙ্ক আর উদ্বেগ। ফিলিস্তিনের মানুষ যে যন্ত্রণার স্বাদ পাচ্ছে, তার কিছুটা হলেও এখন তারা আস্বাদন করবে। 'সিডনি অপারেশনই' প্রথম নয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় এটিই শেষ নয়।